SEP 21 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক চিত্র হতাশাব্যঞ্জক ॥ ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ ও শিক্ষা অধিদপ্তর দুর্নীতির আখড়া

রেজানুর রহমান ॥ দেশের প্রায় ৩০ হাজার স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার মধ্যে ১০ হাজারের পড়াশুনার মান অত্যন্ত ভাল। ১০ হাজারের পড়াশুনার মান মাঝারি ধরনের। অবশিষ্ট ১০ হাজার স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার পড়াশুনাসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনার

(২য় পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের

(প্রথম পৃঃ পর)

চিত্র হতাশাব্যঞ্জক। এমপিও ভুক্তির নামে আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ লেগেই আছে। ফ্যাসিলিটিজ বিভাগসহ শিক্ষা অধিদপ্তর দুর্নীতির আখড়া হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস, পরীক্ষা নিয়মিত হয় না। অসংখ্য স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ম্যানেজিং কমিটি সংক্রান্ত জটিলতায় আক্রান্ত। এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হচ্ছে না। গতকাল শুক্রবার বিয়াম মিলনায়তনে 'মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন' শীর্ষক এক সেমিনারে বিভিন্ন বক্তা এই মন্তব্য করেছেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত এই সেমিনারে শিক্ষা মন্ত্রী ডঃ এম ওসমান ফারুক প্রধান অতিথি, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ,ন,ম এহছানুল হক মিলন, উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবদুর রশিদ সেমিনারে স্বাগত বক্তৃতা করেন। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম। সেমিনারে 'সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনাঃ সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক র,উ জাহিদ। মাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা সংস্কার শীর্ষক পৃথক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন রাজশাহী পি এন সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শরমিন ফেরদৌস চৌধুরী। সেমিনারে জেলা পর্যায়ের সরকারী মাধ্যমিক স্কুল থেকে ১৭০ জন প্রধান শিক্ষক অংশ নেন।

ফল বিপর্যয় নামে কোন কথা নেই

সেমিনারে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক বলেন, আমরা বহু বছর ধরে শিক্ষায় গুণগত মান রক্ষার কথা বলে আসছি। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রায় প্রতিটি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিক্ষার গুণগত মানের ব্যাপারে জোর দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, শুধুমাত্র ভাল দালানকোঠা ও ভাল শিক্ষক দিয়ে শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করা যাবে না। এর সাথে পাঠ্য পুস্তক ও ব্যবস্থাপনার নানা দিক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি দুর্নীতিমুক্ত নয়। স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসায় কোন তদারকি ব্যবস্থা নেই। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ম্যানেজিং কমিটির অবস্থা নাজুক। ভুয়া শিক্ষকের নামে এমপিও ভুক্তির কথা এখনও শোনা যায়। ৬ শ' স্কুলের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে অস্থিরতা দূর করা যাচ্ছে না। এইচএসসি পরীক্ষায় ফলাফল সংক্রান্ত বিভিন্ন পত্রিকায় রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, পরীক্ষায় ফল বিপর্যয় বলে কোন কথা নেই। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের মেধা অনুযায়ী পরীক্ষায় পাস করেছে। আগামীতে যারা ক্লাসে ভাল করে পড়বে, তারা ভাল ফল পাবে।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ,ন,ম এহছানুল হক মিলন বলেন, দুর্ভাগ্যজনক হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি দূর হয়নি। শিক্ষা অধিদপ্তর, ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। মেধাবী শিক্ষকরা গ্রামে থাকতে চান না। শুধুই বদলির তদবির নিয়ে আসেন অনেকে। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী প্রসঙ্গক্রমে বলেন, ঢাকায় থেকে মফস্বলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লোক দেখানো শিক্ষকতা করবেন তা হবে না।

১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিলে জাতির কোন ক্ষতি হবে না

শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম বলেন, দেশের ৩০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১০ হাজারের অবস্থা খুবই নাজুক। এই প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দিলে জাতির কোন ক্ষতি হবে না।

দিনব্যাপী এই সেমিনারে শিক্ষা সচিবের নেতৃত্বে শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষা পদ্ধতি, প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে খোলামেলা বক্তব্য রাখেন।